আজকের কাগজ

তারিখ 30 APR 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

ভিন্নমত

## 'মন্ত্রিপুত্রের পরীক্ষার খাতা কেলেংকারি'

• ২৮ ও ২৯ এপ্রিল এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে মিথ্যে ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে দাউদকান্দি এলাকার এসএসসি পরীক্ষা সম্পর্কে একটি সংবাদ পরিবেশিত হওয়ায় দাউদকান্দির শিক্ষাঙ্গনসহ বিভিন্ন মহলে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঐ সংবাদগুলোর শিরোনাম ছিলো 'মন্ত্রিপুত্রের খাতা কেরেংকোরি, ঘেরাও, তদন্ত টিম গঠন।' সংবাদে বলা হয়েছে, দাউদকান্দি-১ আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে মন্ত্রিপুত্রের খাতা সকাল সাড়ে ৯টায় একটি নির্দিষ্ট গাড়িতে চলে যায় এবং দুপুর সাড়ে ১২টায় সেখান থেকে খাতা লিখে তা পরীক্ষা কেন্দ্রে ফেরত আনা হয়। পরীক্ষার তৃতীয় দিনে বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলে প্রতিবাদী পরীক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষকের অফিস ঘেরাও করে ইত্যাদি। আসলে এ সংবাদটি ছিলো ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ ব্যাপারে দাউদকান্দি থানা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরীক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং দাউদকান্দি-১ আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহেবও জানান এ ধরনের কোনো ঘটনা দাউদকান্দিতে ঘটেনি। এরা সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোর কাছে ঐ সংবাদের লিখিত প্রতিবাদও পাঠিয়েছেন। এবং সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোতে সেসব প্রতিবাদ ছাপা হয়েছে। যেহেতু এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি—তাই তদন্ত কমিটি গঠনেরও কোনো প্রশ্ন আসে না বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

সংবাদপত্রে দাউদকান্দি-১ কেন্দ্রে পরীক্ষারত মন্ত্রিপুত্রকে জড়িয়ে সংবাদ প্রকাশিত হবার পর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সচিবের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে জানানো হয় যে, দাউদকান্দি-১ কেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা চলছে। এ কেন্দ্রে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। এক শ্রেণীর দৈনিকগুলোতে মন্ত্রিপুত্রকে জড়িয়ে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত হতে দেখে হতবাক হয়েছি। যার কোনো বাস্তবতা নেই। বোর্ড সচিব এখানে 'রুটিন ওয়ার্ক' করেছেন মাত্র। আমরা সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রে মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ ও আমাদের বক্তব্য পাঠিয়েছি।

প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিপুত্র খন্দকার মাহবুব হোসেন দাউদকান্দি থানার সুন্দলপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে দাউদকান্দি-১ কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। জনসম্মুখে মন্ত্রীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার হীন উদ্দেশে দাউদকান্দির একটি মহল দীর্ঘদিন যাবত তৎপর রয়েছে। তাই এবারও একটি পদক্ষেপ হিসেবে মন্ত্রীর পুত্রকে জড়িয়ে কিছু কিছু সংবাদপত্রে কাল্পনিক সংবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। চিহ্নিত মহলের এ হীন উদ্দেশ্যকে দাউদকান্দির শিক্ষক, ছাত্র, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবীসহ সচেতন জনসাধারণ ঘৃণা ও নিন্দা প্রকাশ করছে।

উল্লেখ্য যে, দাউদকান্দি-২ গৌরীপুর কেন্দ্রে ইংরেজি প্রথমপত্র রচনামূলক পরীক্ষার সময়ে আবুল কালাম নামক জনৈক পরীক্ষার্থী বাইরে থেকে খাতা সরবরাহকারী খসরু মিয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পরে কোর্টে রিমান্ডের আবেদন করলে তাদেরকে ২ দিনের পুলিশ রিমান্ডে দেয়া হয়।

এদিকে দাউদকান্দি-৪ জুরানপুর কেন্দ্রে এসএসসি পরীক্ষায় ব্যাপক নকলের অভিযোগ পাওয়া গেছে। নকল সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে পাশাপাশি দু'টি গ্রামের দু'টি গ্রুপ পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এ কেন্দ্রে নকলের অভিযোগে ১০ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

**মফিজুর রহমান দিলু**
দাউদকান্দি
কুমিল্লা।